শৈলকুপায় নৌকা পেলেন কাজী আশরাফুল আজম, ধানের শীষ খলিলুর রহমান

৫ম বারের মতো নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন দুই প্রার্থী। শৈলকুপা পৌরসভা গঠনের পর ১৯৯৩ সালে প্রথম নির্বাচনে খলিলুর রহমান কাজী আশরাফুল আজমকে পরাজিত করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১২ বছর পর ২০০৪ সালে আবারও মেয়র নির্বাচিত হন খলিলুর রহমান। তিনি ২ বার নির্বাচিত হয়ে প্রায় ১৮ বছর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরে কাজী আশরাফুল আজম ২০১১ সালের ১৩ ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে খলিলুর রহমানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন। পরে ২০১৬ সালের নির্বাচনেও তিনি মেয়র নির্বাচিত হন।

সর্বশেষ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হলেও দুজনেরই সামাজিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। পৌরসভা গঠনের আগে কাজী আশরাফুল আজম ১৯৮৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাবেক চেয়ারম্যান সিরাজ উদ্দীনকে হারিয়ে ৪ নং শৈলকুপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি পরপর দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় ১৯৯২ সালে ৪ নং শৈলকুপা ইউনিয়নকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়।

টেকনোলজি ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে-

গতকাল শুক্রবার দুপুরে ঝিনাইদহে ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক এফএনএফ নামের একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কারখানা পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের

বলেন, বিশ্বের যে সমস্ত দেশ করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করেছে তাদের কাছ থেকে টেকনোলজি ট্রান্সফার করে বাংলাদেশে এনে করোনার ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে।

এ বিষয়ে ওই সব দেশের কোম্পানীগুলোর সাথে কথা চলছে বলে জানিয়েছেন ঔষধ প্রশাসনের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান।
তিনি বলেন, আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানীর করোনা ভ্যাকসিন তৈরির সক্ষমতা আছে। টেকনোলজি ট্রান্সফার করা হলেই দেশে উৎপাদনের কাজ শুরু হবে।

মহাপরিচালক আরও বলেন, দেশের ঔষধের গুণগত মান ধরে রাখতে হবে। এজন্য ঔষধ প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। সাব স্ট্যান্ডার্ড ঔষধ যেন কেউ উৎপাদন করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা সচেতন আছি। নকল ও ভেজাল ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন বন্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে ঔষধ প্রশাসনের উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এন হাইজিন বিভাগের প্রফেসর ড. বাহানুর রহমান, বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ড.গিয়াস উদ্দিন, উপ-সচিব গিয়াস উদ্দিন, সারোয়ার হোসেন, এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মকলেছুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম ফোটনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে ৭স্টার একাদশ বনাম ৮স্টার একাদশ। খেলায় নির্ধারিত সময়ে উভয় দল কোনো গোল করতে না পারায় খেলাটি ট্রাইবেকারে চলে যায়। ট্রাইবেকারে ৮স্টার একাদশ ২-১গোলে জয়ী হয়।

টুর্নামেন্ট শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। টুর্নামেন্টে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন সহিদ আজম সদু, নুরুল ইসলাম। ধারাভাষ্যে ছিলেন লিটন।

এসময় অতিথি ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য আবুল হাসেম, ইকরামুল হক, লুৎফর রহমান, মাসুদুর রহমান, দামুড়হুদা স্পোটিং ক্লাবের সভাপতি এমরাজ উদ্দিন খোকন, আজিবার রহমান ও আবু ছালে প্রমুখ।

সবজির বাম্পার ফলনেও হতাশ মেহেরপুরের চাষিরা

এম এফ রুপক

শীতকালীন সবজিতে বাম্পার ফলন হলেও হতাশ হয়ে পড়েছে মেহেরপুরের সবজি চাষিরা। উৎপাদন খরচের অর্ধেকও ফিরে পাচ্ছেন না চাষিরা। অনেকে জমি থেকে সবজি সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছেন। উৎপাদন খরচ ফিরে পেতে পাইকারি দরে বিক্রি না করে অনেকেই ফেরি করে বিক্রি করছেন সবজি। কেউ কেউ আবার নামমাত্র সংগ্রহ করে জমি চাষ করে ফেলছে।

বিশেষ করে পাতাকপি, ফুলকপি, ওল (বিট) কপি, মূলাতে বিঘা প্রতি ৫-৭ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের “ভেজিটেবল জোন” খ্যাত মেহেরপুরে চলতি বছরের শীত মৌসুমে সব ধরণের সবজির ব্যাপক ফলন হয়েছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ এর তথ্য অনুযায়ী এ বছর মধ্য অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ২শ ৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, পাতাকপি, ফুলকপি, ওল (বিট) কপি, মূলা, বেগুন, টমেটো, পালংশাক, শিম ইত্যাদি।

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরে এবার স্থানীয় বাজারগুলোয় চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত সরবরাহ থাকায় কমে গেছে শীতকালীন শাক-সবজির দাম। ফলে উৎপাদিত সবজির দাম কম পাওয়ায় হতাশ এ অঞ্চলের চাষিরা। ভালো দামে বিক্রি করতে না পেরে হতাশ বিক্রেতারাও।

গতকাল শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, পাতা কপি বিক্রি হচ্ছে ৩-৪ টাকা কেজি দরে এবং বিঘা প্রতি ৬-৭ হাজার টাকায়। ফুলকপির অবস্থা আরও খারাপ, বিক্রি হচ্ছে বিঘা প্রতি ৪-৫ হাজার টাকায়। ওল (বিট) কপি বিক্রি হচ্ছে ৩-৪ টাকা কেজি দরে এবং বিঘা প্রতি ৭-৮ হাজার টাকায়। মূলা বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ৮-১০ টাকা কেজি, শিম বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা কেজি দরে। মাস খানেক আগেও এর চেয়ে তিন থেকে চারগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে এসব সবজি।

বর্তমানে প্রতিদিন মেহেরপুর থেকে অন্তত ১৮ থেকে ২০ ট্রাক সবজি দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত হচ্ছে। জমি থেকেও সবজি ট্রাক ভরে নিয়ে যাচ্ছে ফড়িয়া সবজি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু দাম না পাওয়ায় এ বছর লোকসানের মুখে পড়েছে চাষিরা। চাষিদের অভিযোগ, দিন-রাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সবজি ফলিয়ে খরচের অর্ধেক টাকাও তুলতে পারছেন না তাঁরা।

সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের রিপন আলী জানান, ৬ বিঘা জমিতে পাতাকপি, ২ বিঘা জমিতে ফুলকপি ও ১ বিঘা জমিতে শিম চাষ করেছিলা। প্রতিটি সবজিতে লোকসান হচ্ছে। ৬ বিঘা পাতা কপিতে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, দাম পেয়েছি মাত্র ৫০ হাজার টাকা। এছাড়াও ২ বিঘার ফুলকপি ব্যবসায়ীরা কিনতেই চাচ্ছে না। ১ বিঘা শিমে বান ও অনান্যসহ প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ। কিন্তু পাইকারি দাম পাচ্ছি মাত্র ৮ কেজি, তাও অধিকাংশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের সবজি চাষি আমির হোসেন জানান, তিনি এ বছর ২৪ শতক জমিতে লাউয়ের আবাদ করেছিলেন। কিন্তু বন্যার পানিতে সেটা ডুবে গিয়েছিল। তারপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শিম, ওল কপি ও বেগুন চাষ করেছি। কিন্তু সেটাতেও দাম পাচ্ছি না। এখন জমি লিজ খরচ দেওয়ায় মুশকিল হয়ে দাড়িয়েছে।

কাঁচা বাজারের পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী শাহিনুর রহমান জানান, তিনি প্রায় ১০০ চাষির মাঝে সবজি চাষে পুঁজি খাটিয়েছেন। তারা সবজি বিক্রি করেই টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু সবজির দাম না থাকায় এবার টাকা দাবি করতে পারছেন না। তিনি আরও বলেন, এবার বাম্পার ফলনেও

চাষিরা উৎপাদন খরচ ফিরে পাচ্ছে না।

এছাড়াও মোসারেফ হোসেন নামের এক ফড়িয়া জানান, বেশি দামে চাষিদের কাছ থেকে সবজি কিনে রেখেছি। এখন বিক্রি করতে গিয়ে দাম পাচ্ছি না। মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, এ বছর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মেহেরপুরে শীতকালীন সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে।

তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। মেহেরপুর ১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন এমপি সাহেব আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অল্প সময়ের মধ্যেই মেহেরপুর একটি সবজি সংরক্ষনাগার তৈরি করা হবে। যদি এটা তৈরি হয়ে যায় তাহলে কৃষকরা বেশ উপকৃত হবে।

বিষপানের ৩ দিন পর দুই সন্তানের জনকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামে ঋনে জালে জড়িয়ে দিশেহারা যুবক বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। গত মঙ্গলবার সকালে সে বাড়িতে থাকা ঘাসমারা বিষ পান করে। গতকাল দুপুর ১২ টার দিকে খুলনা আড়াইশো বেড়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করে। ময়না তদন্ত শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার বটিয়াপাড়া গ্রামের সারোয়ার মোল্লার ছেলে। দুই সন্তানের জনক শামিম (৩০) আশা, জাগরণ, ব্রাক, সিও, সিএস, আত্মবিশ্বাস এনজিও থেকে অনেক টাকা ঋন গ্রহন করে। আয়ের সমস্ত টাকা প্রতি সপ্তাহে ঋনের কিস্তি দিতে হয়।

ঋনের জালে জড়িয়ে দিন কাটে খেয়ে না খেয়ে। স্ত্রী সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। দিশেহারা হয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ে সে। গত মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে বাড়িতে থাকা ঘাসমারা বিষ পান করে শামিম। পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি

করলে তাকে খুলনা আড়াইশ বেড হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসক।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে শামিম খুলনা আড়াইশো বেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করে। সেখানেই লাশের সূরতহাল রিপোর্ট শেষে হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্ত করা হয়। ময়না তদন্ত শেষে লাশ গ্রামে নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এনজিও ঋনে জড়িয়ে আত্মহত্যা করা নিয়ে গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। এ সময় উত্তেজিত জনতা জানান আগামী কাল থেকে গ্রামে এনজিও কর্মীদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। একাধিক এনজিওর খপ্পরে পড়ে অনেকেই সর্বশান্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস বলেন, চোখের সামনে দেখলাম কতগুলো পরিবারকে ধ্বংস হতে। একাধিক পরিবারকে কিস্তির ঋণের চাপে গ্রাম ছেড়ে অন্যথায় চলে গেছে। ঋনের জালে জড়িয়ে কেউ যেন আত্মহত্যা না করে সেই জন্য এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সকল এনজিও কর্মীদের এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।

মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদে এক জরুরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ডিসেম্বর-২০ইং) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নূরুল আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুর আলমের সঞ্চালনায় মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব শতবর্ষ” উপলক্ষে সাহিত্য স্মারক গ্রন্থ্য “ঠিকানা” প্রকাশনার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক বনভোজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভাতে সাহিত্য পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য যারা উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন- আতাউর রহমান, এম.সোহেল রানা, মোহাঃবরকত আলী, আবু লায়েছ লাবলু, রফিকুল ইসলাম, এস এম আসাদুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন আহমেদ, উবাইদুর রহমান, জি এফ মামুন লাকী, এনামুল হক, অধম মাসুদ, আবুল হাসেম, বদরুদ্দোজা বিশ্বাস প্রমুখ।

কালীগঞ্জে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের বিভিন্ন ইউনিয়নের অর্ধশতাধিক দরিদ্র শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টা থেকে স্থানীয় সংগঠন ‘ব্লাড ব্যাংক অব কালীগঞ্জ’র উদ্যোগে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গ্রুপের সদস্যরা অসহায় ও শীতার্ত মানুষদের মাঝে কম্বল গুলো বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বি এম সাইদুজ্জামান সবুজ, মাছুম হোসেন, তানজির রহমান, ফজলে রাব্বি, আজম মুন্সি, সংগঠনের সভাপতি স্বাধীন ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশিক এলাহী, নাজিম হোসেন, তাজুল ইসলাম, হাদিউর রহমান, ইজাজ আহমেদ উৎস প্রমুখ।

যেভাবে হত্যা করা হয় রুপদাহ গ্রামের প্রবাসী রিপন কে

শৈলকুপার চর-রুপদহ গ্রাম, সময় ৯ ডিসেম্বর, ২০২০। ঘড়ির কাটায় তখন বাজে রাত আনুমানিক ১২টা। নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন রিপন। এমন সময় রিপনের মেজো ভাই নান্নুর ঘুম ভাঙলে সে গিয়ে দেখে রিপনের ঘর

খোলা।

নান্নু তার স্ত্রী ফরিদা খাতুনকে ডেকে নিয়ে রিপনের ঘরে ঢোকে। রিপন তখন খাটের উপর ঘুমিয়ে। নান্নু গিয়ে গলা চেপে ধরে রিপনের আর স্ত্রী ফরিদা চেপে ধরে দু’পা। কিছুক্ষণ পরে নান্নু ঘর থেকে দা(ধারালো অস্ত্র) এনে রিপনের তলপেটে কোপ মারে। রক্তে ভেসে যায় রিপনের বেডসিট, বালিশ, মেঝে। এরপর রিপন কে সেই বেডসিট দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়।

বাড়ির পূর্বপার্শ্বে ডোবায় খোঁড়া হয় গর্ত, নান্নু গর্তের নরম কাঁদা সরিয়ে ফেলে। গর্ত খোঁড়ার পরে নান্নু ও তার স্ত্রী ফরিদা, রিপনের ঘরে এসে দুজনে রিপনকে নিয়ে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়। এরপর সেই বেডসিট আর বালিশের কভার চুলায় দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে নান্নুর স্ত্রী ফরিদা খাতুন। এদিকে রিপনের চাঁদর, স্যান্ডেল আর ঘড়ি রাখা হয় একটি ধান ক্ষেতের পাশে। রিপনের গলার চেইন আর আংটি রেখে দেয় তার স্বামী নান্নু। প্রচার করা হয় ধানক্ষেত পাহারা দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে রিপন।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রবাসী রিপন(২৮) হত্যাকান্ডের কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমুলক এই জবানবন্দী দিয়েছে রিপনের মেজো ভাই নান্নুর স্ত্রী ফরিদা খাতুন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি এ জবানবন্দী প্রদান করেন।

এ ঘটনায় রিপনের মেজো ভাই নান্নু পলাতক রয়েছে। পুলিশ ঘটনার ৭দিন পর বাড়ির পাশের ডোবা থেকে রিপনের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে।

মালয়েশিয়া প্রবাসী রিপন ১২ নং নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের চর রুপদহ গ্রামের মৃত আব্দুল বারিক বিশ^◌াসের ছেলে। গত ১ বছর আগে সে দেশে ফিরে আসে। তার সন্তানসম্ভাবা স্ত্রী ঘটনার সময় তার বাবার বাড়িতে ছিলেন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, পারিবারিক কলহ ও জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ড। রিপনের মেজো ভাই নান্নু ও নান্নুর স্ত্রী ফরিদা খাতুন উভয়ে মিলে এ হত্যাকান্ড ঘটায় বলে আদালতে স্বীকার করেন আটক নান্নুর স্ত্রী।

শৈলকূপায় আদিবাসীদের মাঝে ইউএনও’র কম্বল বিতরণ

শৈলকূপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়নের হাতেমপুর গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ ভুঁইমালী সম্প্রদায়ের শীতার্ত ৫০টি পরিবারের নিকট প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত কম্বল তুলে দিয়েছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল।

এ সম্প্রদায়ের সদস্য কল্পনা, রাধারাণী, সুবোধ জানান, এই প্রথম তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো নির্বাহী কর্মকর্তা এসে কম্বল বিতরণ করলেন। ইতি পূর্বে কোনো কর্মকর্তাই তাদের কাছে আসেননি।

কম্বল বিতরণকালে ইউএনও কানিজ ফাতেমা আগতদের জানান, এই শীতে আপনারা অমানবিক কষ্ট করবেন, তা মেনে নেয়া যায় না।

আপনাদের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে।

মেহেরপুর বেড়পাড়া কচিকাঁচা নাট্য সংগঠন নতুন আঙ্গিকে উদ্বোধন

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ায় নতুন আঙ্গিকে কচিকাঁচা নাট্য সংগঠনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বেড়পাড়া কচিকাঁচা ক্রীড়া ও নাট্য

গোষ্ঠী ক্লাব প্রাঙ্গণ কাথুলী বাসষ্ট্যান্ডে এই উদ্বোধন এর আয়োজন করা হয়।

অত্র ক্লাবের নাট্য সম্পাদক জনাব মোঃ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে যুবলীগ নেতা মাহবুব ডালিমের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ ফোরকান আলী, মোঃ তোমিজ উদ্দিন, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস প্রমুখ।